দাম্ভিক রাজা (পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী অবলম্বনে)

রণজিৎ পুরকায়স্ত

যাচ্ছে সময় যাচ্ছে দিন
আমরা সবাই সোনার হরিণ ।।
বাবা মায়ের স্বপ্ন যত
আমরা পূরণ করবো তত ।।
স্বপ্ন পূরণের খতিয়ান
দিনে দিনে বলীয়ান।।
পড়া চাই, গান চাই, নাচ চা-----ই।
আঁকা চাই, কবিতাও বলা চাই,
কম্পিউটার টাও শিখা চাই।
কম্পিউটার না শিখলে পরে
জীবন যাবে রসাতলে।।

(নৃত্য সহ গান শেষ হলে ৬ জন ছেলেমেয়ে খেলা শুরু করে। একজনের আধিপত্যে ও শারীরিক জোরের কাছে খেলা পন্ড হয়।)

১- কুত কুত কুত কুত
রাজা - শেষ, এই দাগে লেগে গেছে। তুই আউট।
১- দেখ, একদম মিথ্যা কথা বলবি না।
মোটেই দাগে লাগেনি, বাইরেও যায়নি।
রাজা- আমি বলেছি দাগে লেগেছে, সুতরাং লেগেছে। যা বের হ।
সবাই- এই ছাড় না, (ইতস্ততঃ করে)
রাজা- এবার আমি খেলব।
সবাই- হ্যাঁ হ্যাঁ যাও। (বিশাল খেলে)
টিপ- এই শে-ষ, তুই আউট।
রাজা- কোথায় ? না - না মোটেই না।
সবাই- না, রাজা এইবার কিন্তু তুই ঠিকই আউট।
রাজা- না তোদের সবাইকে বলে রাখছি এখানে খেলতে গেলে আমি যা বলবো তাই-ই শুনতে হবে। আমার কথা না মানলে সব ক'টাকে মেরে গুড়িয়ে দেবো।
(সবাইকে ভয় দেখায়)
(বুড়ি মার প্রবেশ)
বুড়িমা- আরে ও বাবারা এদিকে আয়, এদিকে আয় কি হয়েছে আমাকে বল।
সবাই- (দৌড়ে গিয়ে) বুড়িমা, বুড়িমা তুমি বিশালকে একটু থামাও না, ও ভীষণ রেগে গেছে।
বুড়িমা- কেন রে ?
নয়ন- ও খেলায় হেরে গেছে, কিন্তু মানতে চাইছে না।
বুড়িমা- ও তাই বুঝি ! দাড়াও। এগিয়ে যায়)
এই যে মা শুন। (শুনতে চায় না)

(হেসে) রাগ করতে নেই শুন। তুমি তো এই দলের নেতা, তাই না ? তোমার কথা শুনে নিশ্চয়ই ওরা চলবে, চলেও।

রাজা- হ্যাঁ, এটাই তো, এই কথাই তো আমি ওদের বলি। কিন্তু কেউ শুনছে না।

বুড়িমা- দলনেতার কথা কেউ শুনছে না সেটাতো ভারী অন্যায়। কিন্তু তুমি কি ওদের কথা শুনো ? তুমি কি ক্রোধ ত্যাগ করে তুমি কি সবসময় সত্য কথা বলো ?

রাজা- আমি যা খুশী করবো কিন্তু ওদের আমার কথা শুনতে হবে।

বুড়িমা- কিন্তু দলনেতা হতে গেলে যে তোমাকে এই সব গুণ আয়ত্ত করতেই হবে ভাই। যদি এইসব গুন তোমার মধ্যে থাকে তবে সবাই যে তোমাকে এমনিতেই মানবে। তাহলে একটি গল্প বলি শুনো।

সবাই- গল্প, উফ কি দারুণ। বলা না, বল না।

৮- এদিকে এসে বসো না (হুড়োহুড়ি)

বুড়িমা- বলছি, বলছি সবাই সুন্দর হয়ে বসো-

এক দেশে এক রাজা ছিল

(এগিয়ে এসে)

এক দেশে এক রাজা ছিল
তার মনে ইচ্ছে ছিল
করবে পৃথিবী শাসন।

একে-একে সবে মারে
আধিপত্য স্থাপন করে
চালায় একক শাসন।

সবাই মিলে ফন্দি করে
কেমনে তারে মারে

আসবে শান্তির জীবন
এক দেশে .... পৃথিবী শাসন।
(লাইট অফ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(লাইট অফ, মঞ্চ জুড়ে জঙ্গলের কোরিওগ্রাফি। সঙ্গে পশুদের চিৎকার ও আনাগোনা। সিংহ এক এক করে পশুদের হত্যা করে)

(লাইট অফ)

হরিণ- শুন শুন শুন এই জঙ্গলের যত পশু আছো সব শুন। আজ বিকেলে সবাই গুহার মুখে মিলিত হবে এ-এ-এ-এ। সেখানে এক জরুরী সভার আয়োজন করা হয়েছে।

(ঘোষণা শেষ করে হরিণ চলে যায়। দেখা যায় সমস্ত পশু একে একে এসে জড়ো হয়। সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।)

ভাল্লুক- শুনুন শুনুন আজ এক বিশেষ প্রয়োজনে আপনাদের এখানে ডাকা হয়েছে। আপনারা দয়া করে নিজ নিজ স্থানে বসে পড়ুন। (সবাই বসে) আজকের এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন আমাদের শেয়াল পন্ডিদ মহোদয়। (হাততালি, শেয়াল এসে বসে)

শেয়াল- না না আপনারা কেউ হাততালি দেবেন না। এটা কেবল নেতা নির্বাচন নয় বা রাজা নির্বাচন নয়। অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে আপনাদের ডাকা হয়েছে।

বানর- ব্যাপার টি ?

শেয়াল- বলছি, বলছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এই বনের রাজা সিংহ প্রতিদিন ব্যাপকহারে পশু হত্যা করছেন। তার জন্য আপনারা কি ভাবছেন ?

হরিণ- কি রাজার বিরুদ্ধে ভাবব ? তোমার কি মাথার কিছু ঠিক নেই।

বানর- তুমি কি পাগল হয়ে গেছো ?

ভাল্লুক- তোমরা কেন এরকম বলছ জানো, কারণ তোমাদের পরিবারের কাউকে এখনো সিংহের হাতে মরতে হয়নি।

খরগোস- ঠিক কথা কইছ। দেখ ঘরে আগুন লাগার পরে কুয়া খুড়িয়া আগুন নিভানির চেষ্টা করলে কোনো লাভ হয় না।

সবাই- হু- ঠিক বলেছ। ঠিক বলেছ।

শেয়াল- আমি বলি কি, একটি সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে আমরা সিংহের কাছে যাই।

বানর- সিংহের সঙ্গে সন্ধি (বিকৃত হাসি)

জিরাফ- হ্যাঁ, আমরা সিংহের কাছে গিয়ে বলব, করজোড়ে বলব। প্রভু আপনি করে আমাদের মারবেন না, দোহাই আপনার।

বানর- দোহাই আপনার আমাদের খাবেন না। (ব্যঙ্গ)

ভাল্লুক- সিংহ কি শুনবে তোমার এই সব কথা। (বিকৃত হাসি)

খরগোস- এর থাকি বালা আমরা সিংহরে মারিলাইমু।

শেয়াল- দাঁড়াও এমন একটা জীবকে হত্যা করা এতো সহজ নয়। এর জন্যে একটি বুদ্ধি বের করতে হবে। আমরা সবাই সিংহকে গিয়ে বলব। (ইঙ্গিতে বোঝায়)

তৃতীয় দৃশ্য

(সভা চলছে। মাঝখানে সিংহ বসা। একজন তার হাত পা টিপ দিচ্ছে।)

খরগোস- প্রভু আপনে বনের রাজা।

সিংহ- হু.....

প্রানী ২- আপনার শক্তি সব চাইতে বেশী।

সিংহ- হু.....

প্রানী ৩- আপনি যদি সবাইকে একসাথে মেরে ফেলেন তাহলে বনটা যে শূন্য হয়ে যাবে।

সিংহ- তাহলে আমি খাব কি ?

প্রানী ৪- আমরা জানি আপনার ক্ষুধা খুব বেশী। তাই বলে সবাইকে একসাথে মেরে ফেললে আমরা বাঁচব কি করে ?

সিংহ- হু। তোদের আবার বাঁচা ? বেঁচে করবে টা কি শুনি ?

খরগোস- ঠিকউতো, ঠিকউতো, কিন্তু প্রভু এই ছোট আছে দেখিয়াউতো আপনে বনের রাজা। নাইলে খালি বনো কার রাজা অইতা কইন ?

সিংহ- হু, হু হু

খরগোস- এর লাগি কইতে আছলাম আপনে একদিনে সবরে না মারিয়া রোজ যদি একজন একজন করিয়া খাইন মানে আমরা রোজ একজন করিয়া আপনার কাছে আইমু। আর আপনে বইয়া তারে খাইবা। কোনো পরিশ্রম নাই।

সিংহ- হু (খুব খুশি)। তোমরা ঠিক বলেছ তো ? যদি এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র ধেকতে পাই তবে সব কটাকে শেষ করে দেব। যাও কাল থেকে একজন করে পাঠিয়ে দিও।
(লাইট অফ)

চতুর্থ দৃশ্য

বুড়িমা- কথা মতো প্রতিদিন
সিংহের কাছে যায়,
এক এক পশুদের
সিংহ মেরে খায়। (২ বার)
অবশেষে এল একদিন
খরগোসের পালা,
অগত্যা সেই খরগোস
সিংহের কাছে গেলো
(সবাই খরগোসকে বিদায় দেয় অশ্রুজলে। কোরাস একটি কুয়ো তৈরী করে)

খরগোস- আজ তো আমার শেষ দিন। তাড়াতাড়ি গিয়া কি লাভ ? মরলেই তো সবশেষ। সিংহের থাকি যদি বাঁচতে পারতাম ? কিন্তু কেমনে ? (হঠাৎ কুয়ো দেখে- এইটা কি ? আরে আমাকে দেখা যায়।
(মাথায় বুদ্ধি আসে)
আইজ রাজা শেষ, রাজা তুমি বউত জ্বালাইছ। হরিবল, হরিবল শরীরটা দুর্বল। (প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর। সিংহের গুহা।

সিংহ- এতো বেলা হয়ে গেল এখনো কারো দেখা নেই। ক্ষিদেয় আমার প্রান জ্বলে যাচ্ছে। আজ আসুক এমন শিক্ষা দেবো।

খরগোস- মহারাজা আমি আইছি (হস্তদন্ত হয়ে)

সিংহ- কি পুঁচকে একটা খরগোস, এ দিয়ে তো আমার জলখাবারও হবে না।

খরগোস- আজগেতো আমারই পালা। আমারা চারজন।

সিংহ- এতো দেরী করলি কেন ?

খরগোস- আমরা চাইরজন আপনার কাছেই আইছলাম, কিন্তু আখতা দেখি পথ আরেকটা সিংহ। হে জিগাইল আমি কই যাইয়ার, আমি কইলাম আমরার রাজার কাছে যাইয়ার। এরপরে হে কইল হে ওউ বনর রাজা আর তিনজনরে আটকাইয়া কয়, আমি গিয়া রাজারে লইয়া আইতাম। প্রভু আপনেউ আমরার রাজা আর কেউরে আমরা রাজা মানি না। আপনে হেরে মারি লাইন।

সিংহ- কি চল, আমাকে নিয়ে চল, দেখি কার শক্তি কত বেশি।

খরগোস- আমি জানি প্রভু, হে আপনার লগে পারত না।

সিংহ- চল (উভয়ের প্রস্থান) (কুয়োর কাছে এসে)

সিংহ- কই, কার এত সাহস।

খরগোস- দেখছইন নি প্রভু, ওই দেখইন।

সিংহ- দেখি (কুয়োতে দেখে) হ্যাঁ এইতো। আজ আমার থেকে রক্ষা নেই।

খরগোস- মারইন প্রভু, মারইন, মারইন প্রভু..... প্রভু মারইন।

(সিংহ ঝাঁপ দেয়, খরগোস আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। সবাই উঠে শবযাত্রা করে। খরগোসকে নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে।)

গান- গেল গেল রসাতলে সিংহ মহারাজ
আহা সিংহ মাহরাজ (দোহার)
দাম্ভিকের মৃত্যু হল
বনে বনে শান্তি এল (দোহার)
বল হরি হরিবল।

(বুড়িমা গিয়ে সাদা কাপড় তুলে রাজাকে সামনে ডেকে নিয়ে এসে বলে 'কী ভায়া, বুঝলে তো দাম্ভিক হলে কী হয় ? তাই তো বলি কখনো দাম্ভিক হয়ো না। সবার কথা শোনো, নিজের মতকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিও না। ক্রোধ ত্যাগ করো এবং সবসময় সত্য কথা বলো। তাহলেই তো সবাই তোমাকে মান্য করবে, ভালোবাসবে। তাহলে এখন তোমরা কী ? রাজা সবাই লাইন করে গান ধরে যাচ্ছে সময় ..... ১ রাউন্ড করে আসার পর বুড়িমা বলে - বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র হইল সমাপন/ঘরে ঘরে সবে তোমরা করহ পঠন।)

* * *